রামায়ণ।

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

রামায়ণ।

শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩২৬ সাল, পৌষ।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

প্রকাশক
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
তারা লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

[illegible]
AUG , 1971

প্রিণ্টার—শ্রীচণ্ডীচরণ বসু।
কৌমুদী প্রেস
১০এ ভুবনমোহন সরকার লেন,
কলিকাতা।

রামায়ণ।

16 JAN 93

আদিকাণ্ড।

পুরাকালে রত্নাকর নামে একজন ব্রাহ্মণ-কুমার ছিলেন। রত্নাকর বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখেন নাই, সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রত্নাকর তাঁহার পিতার কুটীরের নিকটে বনমধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন, পথিকদিগকে সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিলে, মুদ্গরহস্তে রত্নাকর তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতেন।

একদিন শুভক্ষণে রত্নাকর দেখিতে পাইলেন দুইজন তপস্বী সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। রত্নাকর মুদ্গর-হস্তে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তপস্বী দুইজনকে বলিলেন, "তোমাদের নিকট যাহা আছে, সে সমুদয় আমাকে দাও।" তপস্বিদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তবে কেন এই জঘন্য দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ?

দেখ ভগবানের রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই। বৃক্ষে সুমিষ্ট ফল রহিয়াছে, নদীতে সুশীতল জল রহিয়াছে, ধনীদিগের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে; তবে কি নিমিত্ত এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? তুমি এই নীচ কর্ম্ম দ্বারা যে রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছ তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র কেহ কি সেই পাপের অংশভাগী হইবেন? তুমি লতাপাশে আমাদিগকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া গৃহে গমন কর। তোমার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাঁহারা তোমার এই পাপ রাশির অংশ লইবেন কি না? যাঁহাদিগের ভরণ পোষণের জন্য তুমি প্রতিদিন শত শত কুকর্ম্ম করিতেছ, তাঁহারা তোমার সেই সকল পাপের অংশভাগী হইবেন কিনা? যাহা উত্তর পাও আমাদিগকে আসিয়া বল।"

রত্নাকর মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে লতাপাশে তপস্বিদ্বয়কে বন্ধন করিয়া বিষণ্ণ মনে গৃহে গমন করিলেন, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহের জন্য প্রতিদিন শত শত পাপ কার্য্য করিতেছি; তোমরা কি আমার সেই সকল পাপের অংশভাগী হইবে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "আমি বাল্যকালে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। এই অক্ষম অবস্থায় তোমাকে আমার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

সৎ কার্য্যের দ্বারাই হউক, আর অসৎ কার্য্যের দ্বারাই হউক, তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্য, পালন করা উচিত। সুতরাং তোমার পাপকার্য্যের আমি অংশভাগী হইব কেন?”

মাতা উত্তর করিলেন, “আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। কত কষ্টে লালন পালন করিয়াছি, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি আমার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা ও সেবা করা তোমার কর্ত্তব্য; তুমি সৎ কার্য্যের দ্বারাই হউক, আর অসৎ কার্য্যের দ্বারাই হউক তাহা সম্পন্ন করিবে। সুতরাং আমি তোমার পাপের অংশভাগিনী কেন হইব?”

রত্নাকর দুঃখিত মনে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত প্রতিদিন রাশি রাশি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তোমরা কি আমার এই পাপ কার্য্যের অংশভাগী হইবে?”

স্ত্রী উত্তর করিলেন, “তুমি আমাকে অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া বিবাহ করিয়াছ, আমার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করা তোমার ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। সৎকার্য্যের দ্বারাই হউক, আর অসৎ কার্য্যের দ্বারাই হউক, তুমি আমাদিগকে পালন করিতে বাধ্য। সুতরাং আমি তোমার পাপ কার্য্যের অংশভাগিনী হইব কেন? তোমার সৎ ও অসৎ কার্য্যের জন্য লোকে আমাদিগকে তোমার পরিবার বলিয়া প্রশংসা ও নিন্দা করিবে মাত্র। তোমার সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ তোমাকেই করিতে হইবে।”

তখন রত্নাকরের মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি দ্রুতপদে তপস্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিলেন। এই তপস্বিদ্বয় আর কেহই নহেন; প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি নারদ তখন বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে ছিলেন। রত্নাকর তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "এখন আমার উদ্ধারের উপায় কি বলুন। আমার ন্যায় ঘোর পাতকীর কিসে উদ্ধার হয় তাহার উপায় বলুন।"

তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন, 'দেখ রত্নাকর, নিরন্তর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় তোমার চিত্ত অতিশয় কঠোর হইয়াছে। চিত্তের শুদ্ধি না হইলে লোকের উদ্ধার অসম্ভব। তুমি পবিত্র 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে থাক। এইরূপ করিলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে।"

রত্নাকর পবিত্র রাম নাম উচ্চারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহুবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন দেবর্ষি নারদ আদেশ করিলেন তুমি 'ম—রা,' 'ম—রা' এইরূপ উচ্চারণ করিতে থাক তাহা হইলে কিছুকাল পরেই পবিত্র 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে। রত্নাকর দেবর্ষির আদেশ মত 'ম—রা', 'ম—রা', উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ক্রমে কিছুকাল পরে পবিত্র রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেন। দেবর্ষি নারদ ও প্রজাপতি ব্রহ্মা রত্নাকরকে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। রত্নাকর একমনে পবিত্র রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি এত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীর বল্মীকে আছন্ন হইয়া গিয়াছিল।

তখন একদিন দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নাকরের কঠোর তপশ্চরণ দেখিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বল্মীকে তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার নাম বাল্মীকি রাখিলেন। দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকি হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে বহু শিষ্য আসিয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল।

একদিন মহর্ষি বাল্মীকি ভরদ্বাজ নামক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তমসা নদীতে স্নানের নিমিত্ত গমন করিলেন, তমসা নদীতে স্নান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক বৃক্ষের উপর এক ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী ক্রীড়া করিতেছে। সহসা এক ব্যাধ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চকে বাণের দ্বারা আহত করিল। ক্রৌঞ্চ রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রৌঞ্চী শোকে করুণ বিলাপ করিতে লাগিল।

মহর্ষি বাল্মীকি এই দৃশ্য দেখিয়া শোকে মোহিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন "রে ব্যাধ তুই যেমন এই ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চকে বিনাপরাধে শর দ্বারা আহত করিলি, তজ্জন্য তুই দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিবি না।"

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

মহর্ষি স্নানান্তে শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত আশ্রমে আগমন করিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং শিষ্য ভরদ্বাজকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই চরণবদ্ধ পদদ্বয় গানোপযোগী এবং ইহা শোক বশতঃ আমার মুখ হইতে সহসা নির্গত হইয়াছে সুতরাং ইহা শ্লোক নামে অভিহিত হউক।"

ইহার কিছুদিন পরে মহর্ষি, দেবর্ষি নারদ ও প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রামায়ণ রচনা করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি সুললিত রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করেন। রামায়ণে সূর্য্য বংশীয় রাজা দিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। মহাভারতে চন্দ্র বংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস ইহা রচনা করেন। রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ।

সূর্য্যবংশে দশরথ নামে এক প্রবল রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী; দশরথের আরও কতকগুলি পত্নী ছিলেন। দশরথের পৃথিবীর কোন সুখেরই অভাব ছিল না। কেবল মাত্র একটী দুঃখে দশরথ দিন দিন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বহুকালের মধ্যে দশরথের কোন পুত্র

সন্তান জন্মিল না। অবশেষে তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি পুরোহিতগণ ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে পুত্র লাভের জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। তখন সুমন্ত্র নামক সারথি দশরথকে গোপনে বলিলেন, "আপনার পুত্রলাভ সম্বন্ধে ঋষি সনৎকুমারের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

"অঙ্গরাজ্যে লোমপাদ নামে এক রাজা আছেন তাঁহার সহিত আপনার বন্ধুত্ব জন্মিবে। তাঁহার শান্তা নাম্নী এককন্যা হইবে। মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। আপনি রাজা লোমপাদকে অনুরোধ করিবেন, "আমি নিঃসন্তান এইজন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করি। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার যজ্ঞে ব্রতী হউন। লোমপাদের অনুরোধে তাঁহার জামাতা আপনার অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। আপনার বংশরক্ষা হইবে। সুতরাং আপনি মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।"

অনন্তর রাজা দশরথ সুমন্ত্রের পরামর্শানুসারে অঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা লোমপাদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। লোমপাদের অনুরোধে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তা দেবীকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। সরযূ নদীর তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল, নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইল। তৎপরে দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিলেন, "মুনে, যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি এরূপ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।” তখন ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। অপুত্রক দশরথ পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতেছিলেন, বিষ্ণু তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর রাজা দশরথের যজ্ঞের অগ্নি হইতে সূর্য্যের ন্যায় তেজ-বিশিষ্ট এক মহাপুরুষ দিব্য পায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং দুই হস্তে ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তিনি দশরথকে কহিলেন, “মহারাজ, আমাকে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রেরণ করিয়া-ছেন”। দশরথ, করযোড়ে কহিলেন, “ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।” তখন তিনি কহিলেন, “মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করায় এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সেই দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র মস্তকে গ্রহণ করিলেন। সেই দেব-পুরুষ অগ্নিকুণ্ডে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, তুমি পুত্রলাভের জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। তৎপরে কৌশল্যা দশরথের অনুরোধে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রকে প্রদান করিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া তাহার

অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। মহিষীরা রাজার ব্যবহারে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। যথা সময়ে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী একটী সন্তান এবং সুমিত্রা যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কৌশল্যার পুত্রের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাজকুমারেরা দিন দিন শশিকলায় ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা দশরথ কুমারগণের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে কুলগুরু বশিষ্ঠের হস্তে তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। কুমারগণ অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, চারিবেদ, চারিঅঙ্গ, নীতি-শাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। গুণনিধি রামচন্দ্র পিতৃসেবায় সবিশেষ নিরত হইলেন। চারি সহোদরে মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকিলেও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের বিশেষ অনুগত হইলেন।

একদিন রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত পুত্রগণের বিবাহের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারপাল আসিয়া বলিল "মহারাজ! "মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুভাগমন করিয়াছেন।" এইকথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া মহর্ষিকে সবিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র দশরথের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ব্রতী হইয়াছি। এবং যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে মহাবল দুই রাক্ষস. উহার নানাপ্রকার বিঘ্ন

আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞ বেদীতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করিতেছে। যজ্ঞ সাধন করিবার সময় কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, এই কারণে আমি এই দুই রাক্ষসের উপর রোষ প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি মহাবীর রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া রাক্ষসবধ করিতে সমর্থ হইবেন।”

দশরথ মহর্ষির কথা শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ হতচেতন হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, “মহর্ষে! সম্প্রতি রামের বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। এই বয়সে রাক্ষস দিগের সহিত যুদ্ধ করা তাহার সাধ্য নহে। আমি স্বয়ং সেই সকল রাক্ষস বধের নিমিত্ত আপনার সহিত গমন করিব। তপোধন, আমি রাম ব্যতীত মুহূর্ত্ত কালের জন্য জীবিত থাকিতে পারিব না। দেখুন আমি অতি বৃদ্ধ বয়সে অতি ক্লেশে রামকে পাইয়াছি, চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণনিধি রামচন্দ্র আমার জীবনসর্ব্বস্ব। অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না।” মহর্ষি বলিলেন, “মহারাজ! আপনি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয় দিগের উপযুক্ত হইতেছে না। আপনার এই অত্যাচারে নিশ্চয় এই বংশ ক্ষয় হইবে। আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আপনি সুখে রাজত্ব করুন।”

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ দশরথকে কহিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্ম ত্যাগকরা আপনার ন্যায় সত্যশীল লোকের উচিত নহে। এক্ষণে আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। মহারাজ! রাম বয়সে বালক হইলেও রাক্ষস বধে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বল বিক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। আপনি ইঁহার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কখন কুণ্ঠিত হইবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন কেবল রামের কল্যাণের জন্য আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন। অনন্তর রাজা দশরথ লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন, এবং রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধ যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণ তীরে 'রাম' এই মধুর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। আমি তোমাকে 'বলা' ও 'অতিবলা' নামক দুই মন্ত্র প্রদান করিতেছি। এই মন্ত্র জপ করিলে ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টি গোচর হইবে না, কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অনন্তর রামচন্দ্র আচমন করিয়া পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্রের

নিকট হইতে 'বলা' ও 'অতিবলা' নামে দুইটী বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযূ নদীর তীরে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন "এই ভয়ানক বন যে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, কহিতেছি শুন, তাহার নাম তাড়কা রাক্ষসী, এই রাক্ষসী সুন্দের স্ত্রী। সে নিজে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে, তাহার পুত্রের নাম মারীচ। আমাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। রাম তুমি এখন এই রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়া এইবন নিরুপদ্রব কর।" রাম মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

পরিশেষে রাম ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিতে লাগিলেন, টঙ্কারের শব্দে বনের জীবজন্তু ভীত হইয়া উঠিল। রাক্ষসী তাড়কা আকুল হইয়া মহাবেগে রামচন্দ্রের দিকে ধাবমান হইল। অল্পকাল মধ্যে আকাশে ধূলিরাশি উড়াইয়া অবিরত শিলবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল। রাম শরজালে রাক্ষসীর শিলাবৃষ্টি নিবারণ করিয়া তাহার বাহুদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও কাতর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আস্ফালন করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে তাড়কা প্রচ্ছন্ন হইয়া অবিরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাম কণ্ঠস্বরে তাহার সন্ধান পাইয়া শর দ্বারা তাহাকে

বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী সিংহনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইল। রাম শর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের জন্য রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আইস আজ আমরা এইখানে রাত্রি যাপন করি, কল্য প্রভাতে আমরা আশ্রমে গমন করিব।" এইস্থানে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র সমূহ দান করেন।

পরদিন সকলে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, মহর্ষি যজ্ঞে ব্রতী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অন্যান্য তাপসেরা বলিলেন, "মহর্ষি ছয় রাত্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিবেন। অতএব তোমরা এই ছয় রাত্র তপোবন রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এইরূপ আদেশে দিবারাত্রি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পঞ্চম দিবস অতীত, ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত। তখন রাম সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! এখন হইতেই সতর্ক হইয়া থাক।"

এদিকে যজ্ঞ আরম্ভ হইল, মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন এমন সময়ে সহসা সেই বেদি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মারীচ, সুবাহু এবং উহাদিগের অনুচর সকল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর অবিরত রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ আহত হইয়া শত যোজন দূরে মহাসাগরে পতিত হইল। তখন রাম আগ্নেয়াস্ত্র সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু তৎক্ষণাৎ নিহত হইল পরে তিনি অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইল এবং এই বনকে নিতান্ত নিরুপদ্রব মনে করিয়া তিনি রামকে কহিলেন, "বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবাক্য যথার্থই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রম যথার্থই সিদ্ধাশ্রম হইল।" মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ হৃষ্ট মনে সেই তপোবনে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। রাম লক্ষ্মণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে।"

তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন "মিথিলাধিপতি জনক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলে সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় গেলে জনকের

এক অদ্ভুত শরাসন দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ সভায় উহা দান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা কি, সুরাসুর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বেরাও এই কঠোর ও ভীষণ শরাসনে বাণ আরোপণ করিতে পারেন না। জনক-রাজ এই উৎকৃষ্ট ধনুকরত্ন দেবগণের নিকট যজ্ঞদানস্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন, এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় স্বগৃহে রাখিয়া উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মা জনকের সেই ধনুক ও অদ্ভুত যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে। "অনন্তর তাঁহারা মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। রাম কৌতুহলবশতঃ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি, ইহা কোন স্থান?" মহর্ষি কহিলেন, "বৎস! এইটী মহাত্মা গৌতমের আশ্রম তিনি এইস্থানে তাঁহারা পত্নী অহল্যার সহিত বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার পত্নীর পাপাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত দিয়া বলিলেন, "রে দুঃশীলে! তোকে এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না।

এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক

সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন, তুই লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে, তদ্দারা তোর এই পাপ ধ্বংস হইবে এবং তুই পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।"

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। অহল্যার শাপ মোচন হইল। অহল্যা পাদ্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন, রাম অহল্যাকে বন্দনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা গৌতমের আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইবা-মাত্র পুরোহিত শতানন্দকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্য হস্তে দ্রুতপদে তথায় আগমন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পূজা করিলেন, পরে মহারাজ হৃষ্ট চিত্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ভগবন্! এইখানে জিজ্ঞাসা করি এই বীরদ্বয় কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি জন্য এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছেন?"

বিশ্বামিত্র কহিলেন, "মহারাজ। এই যে দুইটী কুমারকে দেখিতেছেন, ইঁহারা রাজা দশরথের পুত্র! মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।" পরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যে ধনু

সংগৃহীত আছে এই দুই ক্ষত্রিয় কুমার তাহা দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন, তদ্দর্শনে ইঁহারা সফলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

জনক কহিলেন, তপোধন! যে সূত্রে এই ধনু আমার হস্তগত হইয়াছে, আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাবল রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তোমরা আমায় যজ্ঞাংশ দানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব। আদিদেব মহাদেবের এই সকল কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়াছেন।

অনন্তর একদা আমি হলদ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিত হয়। ঐ কন্যা ক্ষেত্রশোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিত হইল বলিয়া আমি উহার নাম সীতা রাখিয়াছিলাম। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার গৃহে পরিবর্দ্ধিতা হয়। অনন্তর আমি এই পণ

করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই কার্ম্মুককে জ্যাযোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহোপযোগী বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে তাহাও শ্রবণ করুন। ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এক কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল, আমি দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সম্বৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যারপর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধের চতুরঙ্গিনী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোক

ক্ষয় হইতে লাগিল। পরে নিবীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরা অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

ভগবন্! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যাযোজনা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি ইহাকে কন্যাদান করিব। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ নির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার আদেশে অতি দীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্ আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাকুক সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন এবং উহাতে জ্যাযোজন ও শরযোজনা করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনু আনাইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করান।

অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ

করিতে হইবে ; মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনে মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটী ঘোর ও গভীর শব্দ হইল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে যেরূপ ভূভাগ কম্পিত হয়, চারিদিক সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

জ্ঞানকীর পরিণয়ে রাজা জনকের যে এতকাল সংশয় ছিল তাহা অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন ভগবন্! আমি এই দাশরথি রামের বীর্য্য পরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার, আমি মনেও করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটী কুলকীর্ত্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করুক। বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং হরধনুর্ভঙ্গ পণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন করুক; রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্ব্বিঘ্নে আছেন, ইহারা এই সংবাদ দিবে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। জনকও রাজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদিগকে দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ

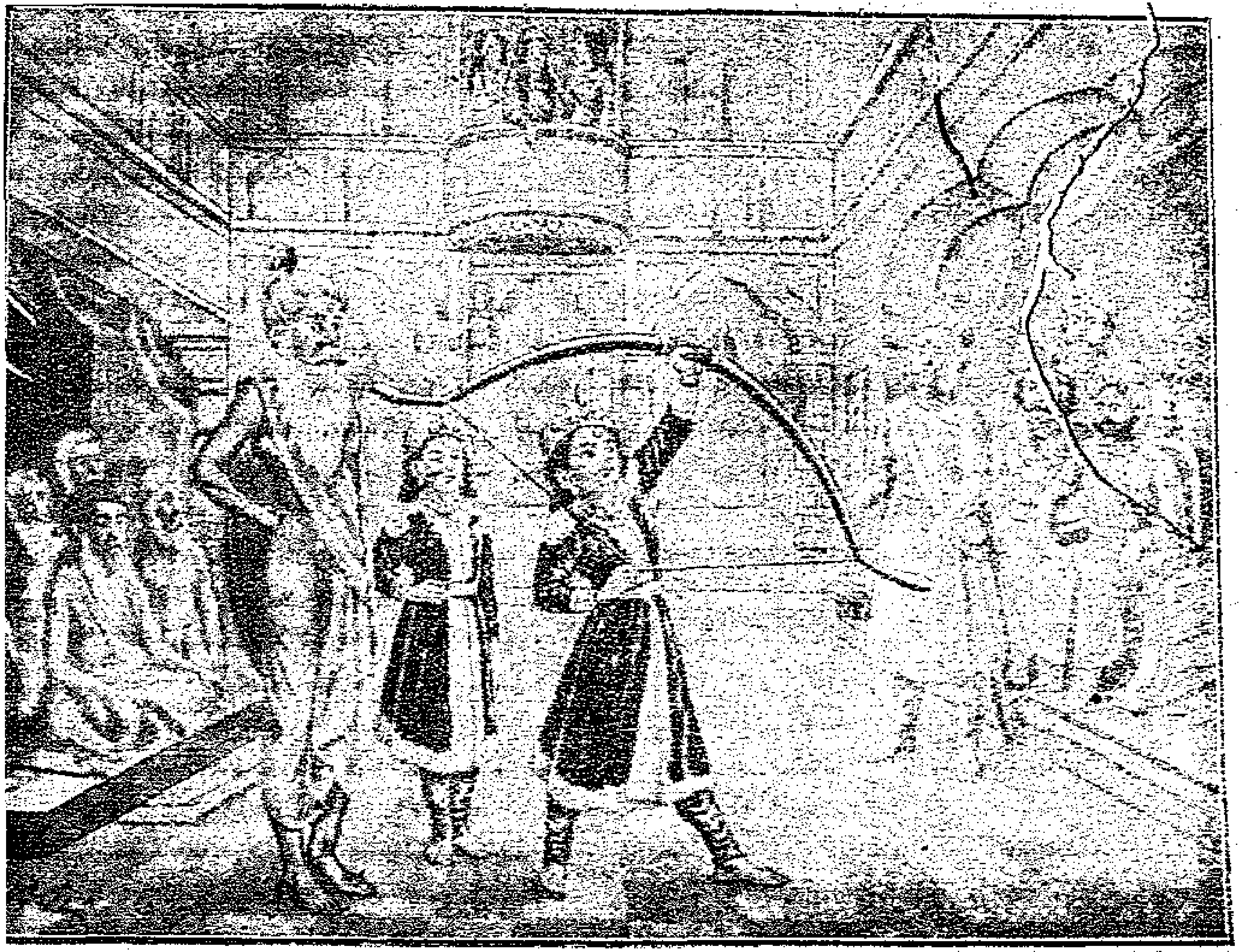

হরধনুভঙ্গ।

[illegible] LIBRARY

করিলেন। দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল। তাহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তাহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইল।

রাজা দশরথ দূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক যারপর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং বশিষ্ঠ বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন। মহর্ষি জনক তাঁহার বলবীর্য্যের পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে কন্যাদানে সংকল্প করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে বিদেহ নগরে শীঘ্র গমন করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই। মন্ত্রিগণ ঋষিদিগের সহিত দশরথের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। তখন কোশলাধিপতি, পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব।

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সুমন্ত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র অদ্য ধনাধ্যক্ষের সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনরত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক। আমার আদেশে চতুরঙ্গিনী সেনা সুসজ্জিত হইয়া নির্গত হউক। ভগবান বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অশ্ব ও শিবিকা যোগে যাত্রা করুন। মহারাজ জনকের দূতেরা শীঘ্র প্রস্তুত

হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারাও রথে অশ্ব যোজনা করি।

রথ সুসজ্জিত হইলে, দশরথ ঋষিগণের সহিত নিক্রান্ত হইলেন, তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপাচারে অর্চ্চনা করতঃ কহিলেন, নরনাথ! আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই দুই রাজকুমারের বিবাহ জনিত প্রীতি অনুভব করুন। সুরগণ পরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আমার সৌভাগ্য গর্ব্বের পরিসীমা নাই। এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্য প্রভাতে যজ্ঞসমাধানান্তে বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন। রাজা দশরথ মহর্ষিগণ সমক্ষে জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি আছে? আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক অযোধ্যাপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

পরদিন রাজা জনক সর্ব্বাভরণবিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন রাম! এই সীতা আমার দুহিতা, ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি ইহার পাণি গ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে, এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন, দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক রামকে সীতা সম্প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক! আমি উর্ম্মিলাকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইহার পাণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। তোমরা সুশীল ও ব্রতপরায়ণ। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর এই চারি রাজকুমার বশিষ্ঠের মতানুসারে ঐ চারিটী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নিবেদী রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে সকলের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল

না। পরে রাজা দশরথের পুত্ত্রগণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। দশরথও বর বধূ সঙ্গমে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া উহাদিগের অগ্রগামী হইলেন।

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথও জনককে সম্ভাষণপূর্ব্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন মিথিলাধিনাথ জনক প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে বহু সংখ্যক গো, উৎকৃষ্ট কম্বল কৌশেয় বসন,বহুসংখ্যক বস্ত্র সুসজ্জিত হস্তী,অশ্ব, রথ, পদাতিক এবং সুবর্ণ, রজত, মুক্তা ও প্রবাল, কন্যধন স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কন্যাকে শতসংখ্যক সখী এবং দাসী ও দাস দিলেন। এইরূপে বিবাহ কালীন সমস্ত লৌকিক কার্য্যই সুসম্পন্ন হইল। তখন মহারাজ জনক দশরথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথও ঋষিগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে পুত্ত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভি-মুখে চলিলেন। পথিমধ্যে পরশুরাম দশরথের গতিরোধ করেন রাম পরশুরামের বৈষ্ণব ধনু দ্বিখণ্ড করিলে পরশুরাম নিরস্ত হন।

অযোধ্যাকাণ্ড।

অনন্তর রাজা দশরথ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থে এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্ব্বপ্রধানা সর্ব্বাংশ-সদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে সর্ব্বগুণে গুণবান্, এইজন্য তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি তুমি নিজগুণে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যা সংক্রমণ হইলে স্বয়ং যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর।

অনন্তর রামকে বিদায় দিয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তথায় রামকে পুনরায় ডাকাইয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ তোমারই হস্তে পালন ভার দেখিবার বাসনা করিতেছে, এইজন্য আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজ আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন দিবাভাগে বজ্রঘাত ও ঘোর রবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ অশুভ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন, এমন কি, তাঁহার মৃত্যু ঘটনাও

ইহাতে সম্ভবপর হইতে পারে। বৎস! মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির। অতএব আমার মনে ভাবান্তর না হইতেই তুমি রাজ্য-ভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যা ভোগ আগামী দিবসে ঘটিবে। এক্ষণে আমি তোমায় যৌবরাজ্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা, কল্যই তোমাকে অভিষেক করিব। অতএব তুমি আজিকার রাত্রিযোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে।

এ দিকে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাহাকে উপবাস করিবার আদেশ প্রদান করিয়া আসুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রামের নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি জানকীর সহিত উপবাস করিয়া থাকিও কল্য প্রাতে মহা-রাজ প্রীতিসহকারে তোমায় রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন। এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জানকী ও রামকে উপবাসে সংকল্প করাইলেন এবং তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বশিষ্ঠদেব বিদায়গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাল-লোচনা জানকীর সহিত একান্ত মনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নমস্কার করিয়া

হবিপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে হবির হোমের শেষ ভক্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণ ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার ইষ্ট সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালী ক্রমে গৃহ সজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ঐ সময় সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, মধুর স্বরে মঙ্গল গীত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম সন্ধ্যা উপাসনা সমাপনপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তূর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণেব মধুর ও গভীর পুণ্যাহ ঘোষে সমস্ত রজনী প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন, এই সংবাদে নগর বাসী সকলেই যারপর নাই আনন্দিত হইল।

মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর দাসী। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। বেদগানে নগর ভেদ করিয়া উঠিতেছে। এবং হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ পর্য্যন্ত আনন্দ নাদ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ উৎ-সবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে

অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ধাত্রি! রাম জননী কৌশল্যা ব্যায়কুণ্ঠ হইয়া আজ কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলেরই আন্তরিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কাজ করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষাবেগে উন্মত্ত হইয়া কহিল, মন্থরা আজ মহারাজ শান্ত প্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাস শিখরকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, বৃথা আর কেন শয়ন করিয়া আছ। তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখ ভাব প্রবল বেগে তোমায় পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজার তরে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য গর্ব্বে স্ফীত হও? গ্রীষ্মকালীন নদীর স্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

রাজমহিষী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং শুভ অভিষেক সংবাদে সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে পারিতোষিক স্বরূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমায় আজ কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে! এক্ষণে আমার এমন কি আছে যাহা প্রদান করিলে এই সুসংবাদের অনুরূপ হইতে পারে। বৎস রাম ও ভরত উভয়েই আমার পক্ষে

সমান; সুতরাং মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে আমারই অধিকতর সন্তোষ। বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা প্রীতিকর সংবাদ আর আমার কিছুই নাই। মন্থরে! তুমিই অদ্য আমায় তাহা শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে দান করিব।

তখন মন্থরা অতিশয় দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, কৈকেয়ী! দেখ, রাজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না; পাইলে একটী মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়, এই জন্য নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্পণ করেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, অতঃপর ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক। দুই অশ্বিনী কুমারের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র সর্ব্বত্র বিদিত আছে। এইজন্য রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণহন্তা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভরত রাজগৃহ হইতে বন প্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে।

তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! আজই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজই আমি ভরতকে

রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তুমি তাহা বুঝিয়া দেখ।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত দিবার জন্য কৈকেয়ীকে কহিল দেবি! এক্ষণে তুমি মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক হইতে, ক্ষান্ত কর, তাঁহার নিকট রামের চতুর্দ্দশ বৎসরের বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইলে তোমার পুত্র ভরত এই সময়ের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া সভাস্থ লোকের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, বুঝি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ী তাহা জানেন না, তিনি এই ভাবিয়া এই প্রিয় সংবাদ দিবার জন্য কৈকেয়ীর কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন তথায় ইতস্ততঃ কুব্জা ও অন্যান্য স্ত্রীলোক সকল রহিয়াছে। কোথাও শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ ও হংসগণ কলরব করিতেছে। কোথাও বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্য মধুর স্বরে বাদিত হইতেছে। কোন স্থলে লতাগৃহ ও নানারূপ চিত্রিত গৃহ, কোথাও সর্ব্বদা বিকশিত, সর্ব্বকাল ফলপ্রদ নানারূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত, কোথাও সুন্দর দীর্ঘিকা, কোথাও নানাবিধ

অন্নপান ও মহামূল্য অলঙ্কার, রাজা দশরথ সেই সুরপুর প্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। এক প্রতিহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রতিহারী ভিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

এইকথা শুনিবামাত্র রাজা দশরথ একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন, তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল! তখন সেই বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্য্যা কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায়, সুরলোক পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার দেহে কর পরিমর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত, আমি তাহা কিছুই জানি না। বল, কে তোমায় অপমান এবং কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমাকে অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনা করিয়া থাকি; সুতরাং আমার প্রাণ সত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহ গ্রস্তার ন্যায় পতিত রহিয়াছ? এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তদবধি আমার অধিকার,

দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল এই যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমুদই আমার। এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয়, প্রার্থনা কর। এইরূপ ক্লেশ স্বীকারের আর আবশ্যকতা নাই। গাত্রোত্থান কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের প্রীতিকর বাক্যে সম্যক্ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণ ভাবে কহিলেন, নাথ! কেহই আমাকে অপমান বা কেহই আমাকে তিরস্কার করে নাই। আমি মনে মনে একটী সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ আমি কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ভূতল হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতে! তুমি কি জান না যে, কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমার জীবনের অবলম্বন রামের দিব্য বল তোমার মনে কি হইয়াছে? যিনি ক্ষণকালের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে আমি

তাহাই করিব। আমি স্বীয় সুকৃতিকে উল্লেখ করিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর-চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বি বেশে কাল যাপন করুন। মহারাজ! আজই ভরত নির্ব্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজই রাম অরণ্যে প্রস্থান করুন, এই আমার ইচ্ছা, এই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুল শীল রক্ষা কর। তপস্বীরা কহিয়া থাকেন যে, সত্যবাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

মহারাজ দশরথ শোক দুঃখে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কৈকেয়ী কোনরূপে ক্ষান্ত হইলেন না। রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বন গমন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম রাজাজ্ঞায় তথায় আগমণ করিলেন কৈকেয়ী তাঁহার নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। রাম পিতৃ সত্য পালনে কৃত সংকল্প হইলেন। এবং মাতা কৌশল্যাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন।

অনন্তর সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয় মিত্র সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ, শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমি রাজ্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি বহির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে দৈবই ইহার কারণ; তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমিত জানই যে আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। ভাই! রাজলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ, তুমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্য নাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কণিষ্ঠা মাতার দোষাশঙ্কা করা আর কর্ত্তব্য হইতেছে না।

লক্ষ্মণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিলেন, বীর জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাঁহারা বীর, লোক যাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থ হানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকের দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিব। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই চলাচল পরীক্ষা হইবে, যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবত্র ভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে পরাস্ত হইবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল, দুর্দ্দান্ত, মদস্রাবী, মত্ত হস্তীর ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্য বাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ আমি তাহাদিগের অনিষ্ঠ সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই নির্ম্মূল করিব। রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য

শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিব, সর্ব্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা রামকে বন গমনে কৃত নিশ্চয় দেখিয়া শোক সম্বরণ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলা চরণ করিতে লাগিলেন। জনক নন্দিনী সীতা এই সমস্ত বিপদ পাতের কথা কিছু শুনিতে পান নাই, পরে রামের মুখে নির্ব্বাসনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত বনগমন করিবার জন্য নিবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রে তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রামের বিরহ দুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! মৃতমাতঙ্গ সঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহিনা, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না। তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে, একান্ত, সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলি পুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে

আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন ?

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণ দর্শন, দিব্য শরাশন, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, তূণ, অক্ষয়শর এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনক-খচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন, যৌতুক স্বরূপ সকলেই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি ঐ গুলি লইয়া আগমন কর। রামের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ গুরুগৃহে গমন এবং অর্চ্চিত মাল্য, সমলঙ্কৃত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সদৃঢ় গুরুভক্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্য বর্গকে অর্থদান করিতে হইবে।

জনক নন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় বীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি ! জানকী

সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সুখে কাল হরণ করিয়া থাকেন।

গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে, এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই। ইনি, বনবাসী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ কিরূপে করিবেন? পাপীয়সী! স্বীকার করিলাম যে, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু বল দেখি, এই হরিণ নয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন। তখন রাজার আদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোশগৃহে গমন ও বসন ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনি-সম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকর প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সুশোভিত করিল।

অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোক সন্তপ্ত মনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যাকে পরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে তথাচ আমি তোমাকে

রাম ও লক্ষ্মণের বনগমন।

বনবাসের আদেশ দিতেছি! তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকেব সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। এক্ষণে রামকে পিতা ও জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে গমন কর।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অনেক নগর, জনপদ ও ঋষিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎসে! এই পর্ব্বতে ফল মূল প্রচুর পরিমাণেও উপলব্ধ হইবে; ইহার জলও অতি সুস্বাদু। এইস্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। আইস আমরা চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মিকীও তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রামের আদেশে লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এবং উহা অতি সুদৃশ্য, সকলে তথায় বহুদিন বাস কবিতে লাগিলেন। তিনি

আপনার চিত্ত বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমনীয় শৈল দর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ বিচ্ছেদে আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্প-পূর্ণ বিহঙ্গকুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথার্থই প্রীতিলাভ করিতেছি। তুমিও চিত্রকূট পর্ব্বতে নানা-প্রকার বস্তুদর্শন করিয়া কি আনন্দিত হইতেছ না?

রাম এইরূপে সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহল ও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া, এবং মৃগযূথপতি-দিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দ্দিকে মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা ভয়ে ধাবমান হইতেছে, ইহার কারণ কি? এখানে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই কারণ অনুসন্ধান কর, তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত বৃক্ষা-লম্বে আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া রামকে জানাইলেন যে, ভরত স্বসৈন্যে এই বনে আসিয়াছেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এইজন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতে ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন, উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল, ভরত নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন রামের পবিত্র পর্ণ কুটীর শাল ও তাল ও অশ্ব কর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছে. ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্ম পলাশলোচন হুতাশন-কল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্ম্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার, ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্প-গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হাঃ প্রজারা রাজসভায় যাহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া আছে; বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন! বিচিত্র মাল্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে জটাভার বহন করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে ভরত রামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন সজলনয়নে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে

লাগিলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারিজন রাজকুমারকে দেখিয়া বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

রাম ভরতের মুখে বজ্রপাত সদৃশ পিতৃবিয়োগ কথা শ্রবণ করিয়া বাহু প্রসারণপূর্ব্বক পরশু ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জল সেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল, তিনি রোদন করিতে করিতে দীন-ভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? ভরত রামকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুণ, অতঃপর ইহাই ক্ষেম বিধান করিবে, তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্য ব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদনপূর্ব্বক জটাচীর ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই

আমায় হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে, তখন ধর্ম্মে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময়ে তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা আর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্য কাণ্ড।

মহাবীর রাম, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন। তথায় চীরচর্ম্মধারী ফল মূলাহারী বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্রে কুশচীর, প্রাঙ্গন সকল পরিছিন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ সঞ্চারণ করিতেছে, অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পুজোপহার রহিয়াছে, কোথাও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে কমলদল সমলঙ্কৃত সরোবর, কোথাও বা স্বাদু ফলপূর্ণ বিবিধ বন্যবৃক্ষ এবং নির্ম্মাল্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রাম সেই সর্ব্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যা গুণ অবরোপণপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। ঐ সমস্ত পবিত্র স্বভাব তপস্বী

উদয়োন্মুখ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয়দর্শন রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদগমন এবং মঙ্গলাচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণ-শালায় উপবেশন করাইয়া ফল, মূল, জল ও পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষক, দণ্ডদাতা ও গুরু। নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয়, এক্ষণে তুমি নগরে বা বনেই থাক, আমাদের রাজা, আমরা তোমার অধিকারে বাস করিয়া আছি, আমা-দিগকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র প্রথমতঃ শরভঙ্গের আশ্রম, দ্বিতীয়তঃ সতীক্ষ্ণের আশ্রম, তৃতীয়তঃ অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরে পঞ্চবটী বনে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক রাক্ষসী যদৃচ্ছে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগ্নী, নাম শূর্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি, পুণ্ডরীকলোচন, রাজশ্রীসম্পন্ন, সুকুমার রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র মোহিত হইল। শূর্পণখা কহিল, আমি শূর্পণখা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী, এই বনে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নাম শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং মহাবল কুম্ভকর্ণ, ধার্ম্মিক বিভীষণ ও প্রখ্যাত বিক্রম খর ও দূষণ, ইহারাও আমার ভ্রাতা। রাম!

তুমি সুন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র তোমার বশ-বর্ত্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্ত্তা হও, তখন রাম শূর্পণখাকে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দার গ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন।

অনন্তর শূর্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে। তখন লক্ষ্মণ হাস্যমুখে শূর্পণখাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসী ভাবে থাকিবে? তুমি রামের কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে।

শূর্পণখা সীতাকে ভক্ষণ করিতে গেলে লক্ষ্মণ বাণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। অনন্তর রাবণের চর খর ও দূষণের সহিত রাম, লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তাহাদিগের সমস্ত সৈন্য নির্ম্মূল হয়, অকম্পন সেই সংবাদ রাবণকে দেয়, রাবণ মারীচকে সীতাহরণের নিমিত্ত আদেশ করেন।

মারীচ বিষণ্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার ও রাবণের শুভ সঙ্কল্প কহিতে লাগিল, রাজন্! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই; কিন্তু অপ্রিয় অহঃরহঃ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। দেখ, তুমি অতিশয়

চপল, এই কারণে ইন্দ্রসদৃশ বরুণ প্রভাব মহাবল রামকে জানিতেছ না, যদি তিনি ক্রোধ আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্না হইয়াছেন এবং তাঁহারই জন্য শীঘ্রই ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বৃত্ত; লঙ্কানগরী তোমার আধিপত্য সকলেরই সহিত ছার-খার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় দুঃশীল, উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুর্ম্মতি রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি রাজ্য, সুখ ও অভীষ্ট প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালস্বরূপ রামের নিকট যাইও না, রাজন্! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তখন মুমূর্ষু যেমন ঔষধ সেবন করে না, সেইরূপ আসন্ন মৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তি সঙ্গত কথা শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, মারীচ তাঁহার ভয়ে দুঃখিত মনে পুনরায় কহিল, রাবণ! চল, তবে আমরা গমন করি। সেই শর-শরাসনধারী রাম যদি আমাকে পুনর্ব্বার দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। অতঃপর তুমিও যম-দণ্ডে বিনষ্ট হইবে, অনন্তর মারীচ রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র ভক্ষণকরতঃ

কদলী বাটিকায় প্রবেশ করিল। এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রাম প্রণয়িণীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত-করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

স্বর্ণবর্ণা জানকী, ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি এক একবার উঁহাকে আহ্বান করেন, আবার ঐ মৃগটী দেখিতে থাকেন। রাম আহূত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে দর্শন করিলেন, তখন লক্ষ্মণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, রাক্ষস মারীচই এই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। মারীচ অতিশয় মায়াবী, মায়াবলে বোধ হয় মৃগ হইয়াছে। জগতে এই প্রকার রত্নময় মৃগ থাকা অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসী মায়া তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না। লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, জানকী তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক হৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি ঐটীকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। আহা! উহার কি

রূপ! কি শোভা! কেমন কণ্ঠস্বর! ঐ অপূর্ব্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি উহা জিবন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অত্যন্ত বিস্ময়ের হইবে। আমাদের বনবাস কাল অতীত হইলে, আমরা পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিব; তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার দ্রব্য হইয়া থাকিবে। যদি মৃগ জীবন্ত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চর্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চর্ম্ম অস্তীন করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি।

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ মৃগকে দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, সীতার মৃগ লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে। তুমি বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। যদি মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব; আর যদি বস্তুতঃই মৃগ হয়, লইয়া আসিব।

পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং উহা শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। জ্বলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল।

মায়ামৃগ ।

মারীচ প্রহারণবেগে তালবৃক্ষ-প্রমাণ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক, আর্ত্ত-স্বরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জ্জন করিল। তখন মায়াবী, রামের অনুরূপস্বরে, "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া চীৎকার করিল।

এদিকে জানকী, রামের অনুরূপ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, জান আর্য্যপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল! তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাস্মরণে গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদেই তোমার অভীষ্ট।

সুশীল লক্ষ্মণ জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! তুমি আমার পরম দেবতা; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই।

যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণ মধ্যে তপ্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমার ন্যায্যই করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যৎপরনাই কটূক্তি করিলে; তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেস্থানে চলিলাম। এক্ষণে বনদেবতারা রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাতকরতঃ তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় নব্য ভিক্ষুকরূপে, ভর্তৃশোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইলেন, এবং উঁহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া, যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন এবং উঁহাকে পাদ্য ও আসনপ্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্র! এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্যদ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন। আমার স্বামী নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দান করুন, এবং কি কারণ একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাও বলুন।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, রাবণ দারুণ বাক্যে কহিলেন, জানকি! যাঁহার প্রতাপে দেবাসুর মনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ। আমি নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কানামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা এবং পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিতা। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমার সহিত পরিভ্রমণ করিবে, সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিবে; আর এই বনবাসে তোমার ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিত হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন,— যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, সেই দেবরাজ তুল্য রাম যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব। যিনি বট-বৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্ত্তিমান ও সুলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব। যাঁহার বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও হস্তিবৎ মন্থরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া দুর্লভ সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন সূর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয় পত্নীকে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয় স্বচক্ষে মৃত্যু-লক্ষণ দেখিতেছিস্।

অনন্তর রাবণ সূর্য্য প্রভায় প্রদীপ্তা কৃষ্ণকেশী সীতাকে কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোক-বিখ্যাত পতি লাভ করিতে চাও তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ, তুমি মনুষ্য রামের মমতা দূর করিয়া আমাতে অনুরক্তা হও, অয়ি মণ্ডিত মানিনি! যে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জ্জন দিয়া এই হিংস্র জন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্ গুণে সেই নষ্ট সংকল্প অল্পায়ু রামের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছ! দুষ্ট স্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বুধ যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করেন, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন, অনন্তর এক মায়াময় স্বর্ণরথ খরবাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ তথায় সীতাকে লইয়া ও কঠোর স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিলেন, সীতা অতিমাত্র কাতরা হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাবণ উঁহাকে লইয়া সহসা আকাশ পথে উত্থিত হইলেন।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ন্যায়, শোকাতুরার ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না! হা রাম! ধর্ম্মের জন্য সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ; রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়; তুমি দেখিতে পাইলে না।

বীর! তুমি দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষক, এই দুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না? দুষ্কর্ম্মের ফল সদ্যঃই ফলে না, শস্য সুপক্ক হইলে যেমন সময় অপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ. রাবণ তুই মৃত্যু মোহে মুগ্ধ হইয়া এই কুকার্য্য করিলি! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হা! ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রামের ধর্ম্ম পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতঃপর কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকামা হইলেন। এক্ষণে আমি জনস্থান এবং পুষ্পিত কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে তোমরা শীঘ্র রামকে এই কথা বল, হংসকুল-কোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে বন্দনা করিতেছি; রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে; তুমি শীঘ্রই রামকে এই কথা বল, নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই এই কথা বল, এই স্থানে যে কোন জীব জন্তু আছ, সকলেরই শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি, রাবণ রামের প্রাণাধিকা প্রেয়সী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে এই কথা বল, হা! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও অন্তরিতা হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজ বিক্রমে নিশ্চয় আমায় আনিবেন।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিলেন, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় অতি শীঘ্র নদী, পর্ব্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘন করিলেন, এবং তিমিনক্রপূর্ণ সমুদ্রের

সমীপবর্ত্তী হইলেন, সমুদ্র পার হইয়া রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। উহার পথ সকল সুপ্রসস্ত ও সুবিভক্ত এবং দ্বারদেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণকে কহিলেন, আমার আদেশ ব্যতীত কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহই যেন সীতাকে না দেখিতে পায়। মনি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্তুতে ইহার ইচ্ছা হইবে, তোমরা ইহাকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হউক, কেহ ইহাকে অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণ দণ্ড দিব।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রাম মারীচকে বধ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কুটীরে আসিয়া দেখিলেন সীতা তথায় নাই। তাঁহারা শোকার্ত্ত হৃদয়ে নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গজগামী কপিরাজ ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতেছিলেন; ইত্যবসরে, ঐ দুই অপূর্ব্বরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন তিনি উহাদের দর্শন মাত্র ভীত ও নিশ্চেষ্ট ও বিষণ্ণ

হইয়া রহিলেন। সুগ্রীব, অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, যারপরনাই শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্বিগ্নমনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্যাকুল-চিত্তে মন্ত্রিগণেব সহিত কর্ত্তব্য নির্ণয় কবিয়া কহিলেন, কপিগণ বালী নিশ্চয় ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিশ্বাস উৎপাদন ছলে চীর পরিধান করিতেছে, দেখ, এক্ষণে উহারা পর্য্যটন-প্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন কবিলেন। তিনি বানবরূপ পরিহারপূর্ব্বক ভিক্ষুক রূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের উহাদিগের সন্নিহিত হইয়া পূজাস্তুতিবাদ পূর্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীব তোমরা কে? তোমাদিগের বন সুকুমাব ও কান্তি কমনীয়, তোমরা ব্রত পরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষি সদৃশ ও দেব তুল্য, এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চীরধারী ও ব্রহ্মচারী, তোমাদের দেহপ্রভায় এই সচ্ছসলিলা নদী শোভিতা হইতেছে, দেখ, এই ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করিয়া থাকেন, তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্ম্মিক তাঁহার ভ্রাতা বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া, তিনি দুঃখিত মনে তাঁহারই নিয়োগে তোমাদের নিকট আগমন করিলাম, আমি পবন-তনয় নাম হনুমান, ধর্ম্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীরাম, হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত মনে পার্শ্বস্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন। বৎস আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই মন্ত্রি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সস্নেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব সচিব হনূমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি তাঁহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা তাহাই করিব।

সুগ্রীব হনূমানের নিকট রাম ও লক্ষ্মণের পবিচয় পাইয়া প্রিয়দর্শনরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! আমি হনূমানের নিকট তোমাব গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সম্মান। তখন রাম পুলকিত মনে, সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনূমান দুইখানি কাষ্ঠঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া, প্রীতমনে পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চ্চনা করতঃ, উঁহাদের মধ্যস্থলে রাখিলেন। উঁহারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া, পর পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, রাম! আমি

রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীতমনে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি। বালীর সহিত আমার অত্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়াছি, অতএব যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর। অনন্তর ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কপিরাজ! উপকারই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা বিদিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহরণকারী বালীকে বিনাশ করিব, অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত স্বর্ণচিত্রিত ধনু এবং সমরপটু শর লইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে মহাবীর বালীর বাহুবল-পালিতা কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব চলিলেন, পশ্চাতে লক্ষ্মণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যূথপতিগণের নায়ক তেজস্বিতায় যাইতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া এক গহন বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় বিশালগ্রীব সুগ্রীব বনের সর্ব্বত্র দৃষ্ট প্রসারণ পূর্ব্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণে পরিবৃত হইয়া ঘোর রবে গগন বিদীর্ণ করিতেই যেন সংগ্রামার্থ বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটী প্রকাণ্ড মেঘ বায়ু বেগ সহায় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে।

অনন্তর বালী ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গম করিলেন এবং সুগ্রীবের সন্দর্শনার্থ সর্ব্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন,

দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্গল সুগ্রীব কটিতটে সুদৃঢ় বন্ধনপূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ঐ মহাবাহু বালী, দৃঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহার দিকে ধাবমান হইলেন, সুগ্রীবও ক্রোধভরে বদ্ধমুষ্টি উদ্যত করিয়া, আরক্তলোচনে উহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী, সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক, প্রহার করিলেন। তখন পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের ন্যায় সুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল।

সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া, বালী-বধার্থ ভুজঙ্গ-ভীষণ শর শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক তাহা আকর্ষণ করিলেন। ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর, বজ্রের ন্যায় ঘোররবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহাবেগে আহত ও হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মহাবীর বালী নিষ্প্রভ সূর্য্যের ন্যায়, জলশূন্য মেঘের ন্যায় এবং নির্ব্বাণ অনলের ন্যায় পতিত হইয়া রামকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। রাম তাঁহার কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি কেন আমার নিন্দা করিতেছ? তুমি বিধর্ম্মী, দুশ্চরিত্র ও কামপ্রধান এবং

তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক, ইঁহারা পিতা ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান শিষ্য, ইহারা পুত্র। তুমি সনাতন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভ্রাতৃ-জায়াকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, ইঁহার পত্নী শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ ; তাঁহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এইজন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম।

অনন্তর বালীর দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি কিরূপে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব ? তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর, পাপ প্রমাণ ও দণ্ড বিধান বিষয়ে তোমার অনশ্বর বুদ্ধি প্রসন্নই আছে।

ঐ সময়ে বাষ্পভরে বালীর কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল। তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকল্প হইয়া রামকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি আপনার জন্য দুঃখিত নহি, এক্ষণে কেবল স্বর্ণাঙ্গদশোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে। আমি তাহাকে বাল্যাবধি লালনপালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে অতি দীন হইয়া, জলাশয়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সে বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই ; আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, এক্ষণে তুমি তাহাকে রক্ষা করিও। সুগ্রীব

ও অঙ্গদের প্রতি তোমার যেন সুমতি থাকে, তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্য-প্রতিষেধক হইবে। ভরত ও লক্ষ্মণ যেরূপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে। তপস্বিনী তারা আমার জন্যই সুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সুগ্রীব যেন তাহার অবমাননা না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশংবদ হয়, সে তোমার প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। রাম। অতঃপর তোমায় আর কি বলিব! তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বালী এই বলিয়া, তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বচনে সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ শোক তাপ করিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংসাধিত হয় না; অতএব যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরাও তাহারই অনুষ্ঠানে যত্নবান হও। এইরূপে মহাবল রাম বালীর অগ্নি সংকার প্রভৃতি সমস্ত প্রেত কার্য্য সমাপণ করাইলেন।

অনন্তর সুগ্রীববানরগণকে সীতার অন্বেষণে পূর্ব্বদিকে যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে, দক্ষিণে পাণ্ড্য, মহেন্দ্র, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে, পশ্চিমে পারিযাত্র পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তরে হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বত ও উত্তর কুরু প্রভৃতি দেশে প্রেরণ করিলেন। তৎপর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্য

সিদ্ধি সম্যক প্রত্যাশা করিয়া কহিলেন, বীর! তোমার গতি পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অসুর গন্ধর্ব্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষি প্রকারিতা, নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে, যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই চিন্তাকর। তোমার বল বুদ্ধি অসাধারণ, তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম জানকীর হস্তে প্রত্যয়ের জন্য হনুমানের হস্তে স্বর্ণাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন, এবং তোমাকে অশঙ্কিত মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীর্য্য, ইহাতে আমার যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তদ্বিষয়ে আমি সংশয় করি না। তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলি পুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। পরে রাম কহিলেন, পবন কুমার। তুমি সিংহ বিক্রম ও মহাবল, আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রাখিলাম, এক্ষণে তুমি যেরূপে জানকীর অনুসন্ধান পাও, তাহাই করিও।

সুন্দর কাণ্ড।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং সলিল-শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন তিনি গর্ব্বিত সিংহের ন্যায় মৃগ সকল দলিত করিয়া এবং বক্ষের আঘাতে পাদপ দল ভগ্ন করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে নানারূপ ধাতু, ইতস্ততঃ নীলরক্ত ও পাটল রাগবিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাবে সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জ্বল বেশে বাস করিতেছে। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে হনুমান সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন।

মহাবীর শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতেও কিছু মাত্র শ্রান্ত হইতেন না। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটল দেহে শোভমান। তখন বৃক্ষ সকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল, তিনি তদ্দারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্ব্বতের উপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধু গন্ধিবন, এই সুচারু তরুশ্রেণী ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ, দেবদারু, কর্ণিকার পুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল কুটজ

কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অমল কোবিদার ও কর্ব্বীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কুজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে, উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়া পর্ব্বত এবং শোভনতম উন্নত উদ্যান. মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণ রক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভিতা পরিখায়, কনকময় প্রাকারে পরিবৃতা, অত্যুচ্চ সুধা-ধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজ পথে শোভিতা। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং স্বর্ণময় লতাকীর্ণ তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকার্ম্মা ঐ পুরী বহু প্রযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যেমন গিরিগুহা উরগে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষস পূর্ণা হইয়াছে। ঐ নগরী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগণে উড্ডীনা হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। হনুমান সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগনস্পার্শী; দৃষ্টিমাত্রে যেন কুবেরের পুরী অলকার দ্বার বোধ হয়, তথায় গৃহ সকল যার পর নাই

উচ্চ, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে, হনুমান্ ঐ দ্বারের রক্ষা প্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সুর-গণেরও অসাধ্য হইবে। রাম এই স্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না কি করিবেন। হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এ স্থানে আসা দুর্ঘট হইবে, যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিতা আছেন কি না? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে, পশ্চাৎ কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিব।

অনন্তর হনুমান মুহূর্ত্তকাল ধ্যান পূর্ব্বক অশোককাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং শিংশপাবৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জানকীকে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন-কানন বলিয়া বোধ হয়, উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্ত কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান এবং অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণ শ্রীবিস্তার করিতেছে। পক্ষিগণ নিরন্ত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে, কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃতা,

উপবাসে যারপর নাই কৃশা ও দীনা, এবং পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুক্ল পক্ষীয় নবোদিত শশিকার ন্যায় নির্ম্মলা, তাঁহাব সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কার শূন্য পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে, শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন! তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহই নাই, কেবলই রাক্ষসী; তিনি যূথভ্রষ্টা কুক্কুর-পরিবৃতা কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্টা হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কাল-ভুজঙ্গর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিতা। হনুমান ঐ বিশাল-লোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা বলিয়া অনুমান কবিলেন।

অনন্তর দিবস অতীত হইয়া গেল, রাত্রিকাল উপস্থিত। কুমুদ ধবল ভগবান্ শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী, গুরুভারে মগ্নপ্রায়া নৌকার ন্যায়, শোকভরে আচ্ছন্না আছেন! উঁহার অদূরে বহু সংখ্যা ঘোররূপা রাক্ষসী!

সর্ব্বরী অবশিষ্ঠ রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গল গীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তিনি গাত্রত্থান পূর্ব্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বৃক্ষশ্রেণীর শোভাদর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন।* রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহু

সংখ্যা রাজপত্নী; সৌদামিনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনুরাগ ভরে উঁহার অনুসরণ করিতেছে।

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিতা হইতে লাগিলেন, এবং জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। রাবণ ঐ রাক্ষসী পরিবৃতা জানকীর সমক্ষে গিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বিশাল-লোচনে। আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর, এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধীশ্বরী হও। অপ্সরাগণ যেমন দেবী কমলার পার্শ্বচারিণী করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি যজ্ঞেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদয় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর, ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিতা হইয়া তন্মধ্যে বিহার কর। অনন্তর জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিতা হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রাম চিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক; তিনি একটী তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া, উঁহাকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষস সাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না। ধর্ম্ম শ্রেয় জ্ঞান কর, এবং সৎব্রতচারী হও। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত। তোমার বুদ্ধি যখন

এইরূপ বিপরিতা ও ভ্রষ্টা, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই,থাকিলেও তুমি তাঁহাদিগের কোনরূপ সংস্রব রাখ না। বিচক্ষণেরা তোমাকে যাহা কিছু হিতকথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসার বোধে উপেক্ষা করিয়া থাক। দেখ, কুক্রিয়াসক্ত নির্ব্বোধের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে, এই ধনরত্নপূর্ণালঙ্কা একমাত্র তোমার দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের, সুতরাং তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিতা করিতে পারিবে না। রাবণ! তুমি এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দাও। যদি লঙ্কার শ্রী-রক্ষার ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগত-বৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।

তদনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথা প্রমাণে আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়-দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বাস করিতে কিজন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী,

মানুষের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট, ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাঁহার প্রতি বীতানুরাগা হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এইরূপ কথা শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তথাপি আমি কোনমতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দান বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সর্ব্বরী যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি। অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে শিংশপ বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ ও রাক্ষসীদিগের গর্জ্জন শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর, সুরনারীসমা জানকীকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাঁহার জন্য দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিভব লঙ্কাপুরী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীম-শক্তি, সকরুণ-শক্তি রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে

আশ্বস্তা করিব। এই চন্দ্রাননা কখনও দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন, আমি ইঁহাকে আশ্বস্তা করিব। যদি আজ ইঁহাকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে এই রাজকুমারী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন।

হনুমান এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন, রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মন্ত্রিগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, স্বজনপালক ও সুশীল; এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান, ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিহতা হয় এবং খর ও দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

পরে, রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয়েন এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীকে অপহরণ করেন। পরে, রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালীকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য

প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে জানকীর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকটে জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীকে পাইতাম। মহাবীর এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিতা হইলেন, অলক সঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্ব্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষের দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভয়ে অস্ফুটস্বরে, হা রাম হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সস্পষ্ট শুনিতেছি এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকে নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিত অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, পরে, মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কিজন্য মলিন কৌশেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন

পূর্ব্বক এইস্থানে দণ্ডায়মানা আছ? রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনিয়াছেন, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ, তাহা দেখিয়া তোমাকে রাম মহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা, এবং ধীমান রামের ধর্ম্মপত্নী, আমার নাম সীতা আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাল শ্বশুরাণীর নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে দশরথ পরিবারগণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক সঙ্কল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকে আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, যদি তুমি রামকে রাজ্য দাও, তাহা হইতে আমি কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাউক, পূর্ব্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক। তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এত ক্রূর নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ এবং বর প্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন এবং রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে ঐ বাক্য মনে স্বীকার করি-

লেন। পরে, ঐ ধর্ম্মশীল বীর রাজ্য-সঙ্কল্প বিসর্জ্জনপূর্ব্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মতা হইলাম না, এবং শীঘ্রই বহির্গতা হইয়া তাঁহার সহিত বনচারিণী হইলাম। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীর দর্শন কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সেই দুই মাস আমার প্রাণরক্ষার অনুগ্রহ করিয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব।

তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রহ্মা-অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্ত্তার অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

তখন জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যার-পর নাই পুলকিত হইলেন; কহিলেন, "জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে," এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি

ধীমান রামের দূত, জাতিতে বানর; এক্ষণে তুমি এই রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্তা হও, দেখিও, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে কর-ভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্ব্বক সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং রামের সমাগমলাভে তাঁহার যেরূপ প্রীতি হয়, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরূপ প্রীতা ও প্রসন্না হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহু-গ্রাসনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্টা হইয়া সমাদরপূর্ব্বক হনুমানকে কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ, তখন তুমি সমর্থ ও বিজ্ঞ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আমার নিকট আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্ত্তা জানিতে পারিলাম। দূত যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে সেই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে; কিন্তু বোধ হয় আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই।

বীর! এক্ষণে রামও দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?

হনুমান উত্তর করিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর, ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গল সংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী, উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপ তুষ্টা হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যারপর নাই পুলকিতা হইয়াছি। এক্ষণে এই শোক-শীর্ণা দেহে যেরূপে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থা হই, তুমি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহার উপায় অবধারণ কর। আমি এই যে চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করাইবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এই কথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত, তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ মনে করিয়া দেখ, পূর্ব্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে, তুমি মনঃশিলাদ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দাও। তুমি মহাবীর, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষসপুরীতে বাস করিতেছে! জানি না তুমি ইহা কিরূপে সহ্য করিয়া আছ! আমি এতদিন এই চূড়া-মণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম; দুঃখ শোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিতা হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখিনী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার

নিকট পাঠাইলাম; কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্ব্বিসহ দুঃখ, মর্ম্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস সহবাস হইয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণরক্ষা করিব; এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কু-দৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।"

অনন্তর হনুমান, চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীকে নতশিরে অভিবাদনপূর্ব্বক, প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজল নয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। দূত!' এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।

হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া, রাবণের বিহার বন এবং মন্দির বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং জম্বুমালী প্রভৃতি কয়েকজন রাক্ষসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনাশ করিলেন। অবশেষে রাবণের আজ্ঞায় তাঁহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ, হনুমানকে ধরিয়া রাবণ সন্নিধানে লইয়া আসিল। দূত অবধ্য বিবেচনা করিয়া রাবণ, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। প্রজ্জলিত লাঙ্গুল লইয়া হনুমান লম্ফ দিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, অবশেষে সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক রামের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীকে দেখিয়াছি, তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পতিব্রতা রক্ষা করিতেছেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃত-তুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এবং রাম প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে কানন-শোভিত প্রস্রবণ শৈলে গমন করিলেন, তথায় বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণ কৃত ভৎর্সনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণ নির্দ্দিষ্ট জীবিত কাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

হনুমান রামের হস্তে অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন। দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে নিরুদ্ধা, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বিকটাকার রাক্ষসীগণ তাঁহার রক্ষিকা। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিতা, তিনি দীন মনে নিরন্তর তোমার ধ্যানে

নিমগ্না রহিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকুবাজ কুলের খ্যাত কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছি। এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য ভাবের কথা শুনিয়া সন্তুষ্টা হইয়াছেন তোমার প্রতি নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশ্যেই তাঁহার কার্য্য। অভিজ্ঞান স্বরূপ তিনি এই চূড়া মণি দিয়াছেন, আমি যত্ন পূর্ব্বক তাহা আনয়ন করিয়াছি, চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটি কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তিনি অভিজ্ঞান স্বরূপ আনুপূর্ব্বিক সেইকথা কহিয়াছেন তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দাও। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, আমি একমাস কাল জীবিতা থাকিব, পরে রাক্ষস গণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার, তাহার উপায় কর।

অনন্তর রাম জানকী প্রদত্ত ঐ মণি রত্ন হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক মৃহু মৃহু রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু, বৎস দর্শনে যেরূপ স্নিগ্ধা হয়, এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহ রাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট রত্নমণি জানকীকে অর্পণ করিয়াছিলেন; আজ এই মণি রত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ

হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ বোধ হইতেছে আমি যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য ? তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জল সেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেরূপ চৈতন্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণের সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম, ইহা অপেক্ষা আমাব আর কি কষ্টকর আছে। আমি এই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না, হনুমান! এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ, আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই আর কালবিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরু স্বভাবা, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষস গণের মধ্যে কাল হরণ করিতেছেন।

যুদ্ধ কাণ্ড।

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি যে কার্য্য সাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুষ্কর কার্য্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছে, এই বলিয়া রাম রোমাঞ্চিত

কলেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুগ্রীবের সমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অনুসন্ধান হইল কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মরণ হইলে, মন উদাস হইয়া উঠে! অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য, জানি না বানরগণ কিরূপে উহা উত্তীর্ণ হইবে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বীর! এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে অতঃপর শোক করিবার আর কারণ কি? এক্ষণে তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। যেরূপে সমুদ্রে সেতু বন্ধন হইতে পারে, যেরূপে লঙ্কানগরী লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্র বক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সুরাসুরও লঙ্কা আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতু নির্ম্মাণ আবশ্যক, বানর সৈন্য তদ্দারা সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের এই যুক্তি সঙ্গত বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন তপোধন, সেতু বন্ধন বা জল শোষণ, যে কোন উপায়েই হউক, আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিব। দুরাত্মা রাবণ জানকীকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণ সত্ত্বে আর কোথাও গিয়া পরিত্রাণ পাইবে না। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। সুগ্রীব! চল আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্যে যুদ্ধার্থ বহির্গত হই! আমি

নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব। আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিব।

তখন লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, রামের এই উৎসাহ কর বাক্যে পারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, অনন্তর রাম পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথ পরীক্ষার্থ শত সহস্র বানর লইয়া, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ পানীয় জল স্বচ্ছ, শীতল ও মধুর এবং প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেইপথে সৈন্য সকল লইয়া চল। পর্ব্বতাকার গয়, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ, গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং গন্ধ গজবৎ দুর্দ্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্বে রক্ষা করুন। আমি সৈন্য মণ্ডলীর মধ্যস্থলে থাকিয়া সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক গমন করিব এবং মহাবীর জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী, এই তিনজন সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া যাইবেন।

অনন্তর বানর সৈন্য বর্ণ—সাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদ সঞ্চার শব্দ সাগরের গম্ভীরবর তিরোহিত করিয়া শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। সমুদ্রের কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল, ভীম অজগরগণ গর্ভলীন হইয়াছে, উহাদের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য

নাই। আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মৃত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ যার নাই চিন্তিত, তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষস গণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে, কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে দেখিতে পাইল চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিল, বীর রাক্ষগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকূল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য শ্লাঘ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন গৃহ নির্জ্জন, কেবল একটিমাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ রাবণকে সান্ত্বাবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক দেশকালোচিত হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ। আমি যদিও লোভে ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ অপরাধের ফল, রাক্ষস ও রাক্ষসা-

গণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে। যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার ন্যায় সৎ পরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সেইরূপ অবশ্যই তোমাকে বলিব। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর; সীতাকে ফিরাইয়া দেও।

অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহিলেন বরং শত্রু ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাস করিবে কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিৎ নহে। দেখ জ্ঞাতিভাব আমার অবিদিত নাই। একটী জ্ঞাতি আর একটী জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়। দেখ বিভীষণ! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, শত্রু বিজয়ী ও ত্রিলোক পূজিত; বোধ হয় তোমার চক্ষে ইহা সহ্য হইতেছে না। কুল কলঙ্ক তোরে ধিক্, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত তবে তদ্দণ্ডেই তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিতাম।

তখন যথার্থ বাদী বিভীষণ এইরূপ কঠোর বচন শ্রবণ পূর্ব্বক গদাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। এবং অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্ম্ম দৃষ্টি নাই। আমি তোমার শুভ সংকল্পে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমাকর এবং আত্ম রক্ষায় যত্নবান হও। আমি চলিলাম, আমি শুভ উদ্দেশেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই

তোমার প্রীতিকর হইল না! যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতকর হইয়া উঠে।

মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং সুমেরু শিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ। বানর বীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সহিত চারিটী অসুর উহারা মহাতেজা ও মহাবীর; উহাদের অঙ্গ বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সুগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ ঐ একটী সর্ব্বাস্ত্র ধারী রাক্ষস, অপর চারিটী রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থ আসিতেছে সন্দেহ নাই।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি বানরগণকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক রাক্ষস আছে। সে রাক্ষস-গণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম বিভীষণ। সে বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীকে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দীনা অশরণ্য তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা, বহুসংখ্য রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে সুসঙ্গত বাক্যে পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলাম, ন্ [illegible] স্তে জানকী অর্পণ কর।” কিন্তু তাহার

মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী মুমূর্ষুর পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রীতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল এবং দাস্য নির্ব্বিশেষে অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে, বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সুগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সুযোগ পাইয়া উলূক যেমন বায়সকে বধ করিয়াছিল। সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে। তুমি বিশ্বাস প্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিলে এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্ত্তব্য। সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর শাস্ত্রোক্ত রাম প্রসন্ন মনে কহিলেন বানরগণ! তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমি বিভীষণের উদ্দেশ্যে কিছু কহিব, শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত এক্ষণে যদিও তাহার কোনরূপ দোষ দেখা যায়, তথাচ আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, দোষ স্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর অসঙ্গত কার্য্য নহে। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে দোষ জন্মে, যদি কেহ উপস্থিত হইয়া

একবার বলে, "আমি তোমার" তাহাকে অভয় দান করাই আমার ব্রত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ, যেই কেন উপস্থিত হউক না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর আমি অভয় দান করিব।

অনন্তর ভক্তিমান্ বিভীষণ রামের অভয় প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া চারিজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গগণতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে তিনি রামকে ধর্ম্মানুগত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যারপর নাই আমায় অবমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য এইজন্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, রত্ন, সম্পদ, ও মিত্র সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আবর্ত্ত। রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়া আছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম, কুম্ভকর্ণ। আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কুম্ভকর্ণ রণস্থলে সুররাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র, তিনি গোধা-চর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলি ত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাশন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া থাকেন। মহোদর মহাপার্শ্ব ও অকম্পন, ইহারা রাবণের উপ-সেনাপতি। ইহাদের

বলবীর্য্য লোকপালগণেরই অনুরূপ রাবণের প্রধান সৈন্যদল দশ সহস্র কোটি হইবে ।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে বলাবল শ্রবণ করিয়া, মনে মনে সমস্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ ! এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া, তোমায় রাক্ষস রাজ্যে অভিষিক্ত করিব ।

তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রাক্ষস বধ ও লঙ্কা পরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব, এবং রাবণের ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব । অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীত মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহোরণ কর । আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইঁহাকে রাক্ষসরাজে অচিরাৎ অভিষিক্ত কর । তখন সুশীল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । অনন্তর সুগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমরা এই সমস্ত বানর সৈন্য লইয়া কিরূপে এই অভেদ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দাও । তখন ধর্ম্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন । মহারাজ সগরের পুত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিয়াছেন । রাম ইঁহার জ্ঞাতি সুতরাং সমুদ্র ইঁহার কার্য্যে কদাচ ঔদাস্য করিবেন না ।

অনন্তর রাম সমুদ্র তটে পূর্ব্বাস্য হইয়া সমুদ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কুশাসনে শয়ন করিলেন তিনি নিয়ম নিবন্ধন অপ্রমাদে সেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন তিনরাত্রি অতীতা হইল। ধর্ম্মা বৎসল রাম এইকাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন। তথাচ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন মহা বীর রাম ধনু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্র যুগল রোষে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি যুগান্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইলেন এবং ভীষণ শরাশন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত জগত কম্পিত করিয়া, বজ্ররবে শরত্যাগ করিলেন, শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগে ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, বায়ুর ঘোর রবশ্রুতি গোচর হইল, তরঙ্গ জাল বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ডবেগে উত্থিত হইতে লাগিল।

তখন উদয় পর্ব্বত হইতে সূর্য্য যেমন উদিত হন, সেইরূপ সমুদ্র মধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উত্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধময় কত মণির ন্যায় শ্যামল, সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। তিনি হিমাচলের ন্যায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল, তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী। তিনি রামের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিঃ, এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম-

স্পষ্টপথ আশ্রয়পূর্ব্বক স্বভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও দুস্তরতাই স্বভাব, ইহার বৈপরীত্যই বিকার। আমি অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয় ক্রমে এই জলরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। তথাপি তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়া যাইবে, আমি তাহা কহিতেছি। এই শ্রীমান নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। ইনি পিতার বরে নির্ম্মাণ-দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইঁহার যথেষ্ট প্রীতি আছে। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্ম্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুর-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ইঁহার নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া, অন্তর্ধান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে সেতুনির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ, প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। এইরূপে নল বানরগণের সাহায্যে, পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় নিপুণতার সহিত সমুদ্রের পরপার পর্য্যন্ত সেতু প্রস্তুত করিলেন। নলনির্ম্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং শত যোজন দীর্ঘ। অপূর্ব্ব সেতু মহাসাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্য বিভাগপূর্ব্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব স্ব সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ,

দুর্দ্ধর্ষ, গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি লক্ষ্মণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্বমান, সুষেণ ও কোদর্শী. এই কয়েকটি বীর সৈন্যের অভ্যন্তর রক্ষা করুন এবং কপিবর সুগ্রীব, সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন, সেইরূপ উহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সুব্যবস্থায় বানর সৈন্য ব্যূহ-বিভাগে রক্ষিত হইল।

অনন্তর রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! আমাদিগের সৈন্য প্রণালী ক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতএব তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দাও।

সুগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যারপর নাই ভীত হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! যিনি কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন, এক্ষণে সেই রাম জানকীর অন্বেষণক্রমে সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেতু নির্ম্মাণপূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বসুমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্ব্বতাকার ভল্লুক সৈন্যে আচ্ছন্না। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ, নয় সীতা সমর্পণ করুন।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন এবং

বানর সৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব? যাহা হউক প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, এক্ষণে তোমরা প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্যা ও সৈন্যের বলবীর্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সুগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কেই বা প্রকৃত বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণপূর্ব্বক, রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানর সৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর, গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। শুক সারণ ছদ্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী চরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণপূর্ব্বক রামের নিকটে লইয়া গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ; ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর। তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যারপর নাই ভীত হইল এবং প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিল, বীর! আমরা দুইজন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্য সংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোক হিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও, আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা পুনর্ব্বার দেখ, কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে দেখাইতে পারেন। তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাঁহাতে আবার ধৃত হইয়াছ। বিশেষতঃ তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটী রাক্ষস যদিও গুপ্তচর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া, আমার কথায় সেই রাক্ষসকে বলিও, "তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ, অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবান্ধবে, যেমন ইচ্ছা হয় আমায় দেখাও আমি কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষসসৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব।

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্ম্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য ধৃত করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন। রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব, এই চারিজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন একস্থানে মিলিয়াছেন, তখন তাঁহারা সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং

যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্য, রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুরও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! আপনি এখনই গিয়া রামের হস্তে জানকী অর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করুন।

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, যদি দেবতা গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা আমায় আক্রমণ করে, যদি চরাচর জগতের সমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীরু ও বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্য অদ্যই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছ। রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য শুক ও সারণের সহিত তুষার-ধবল অত্যুচ্চ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্ব্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানর সৈন্য ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দ্দেশক্রমে মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ ভীমবল সুগ্রীব, বালি তনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন।

তখন বিদ্যুজ্জিহ্বা রাবণের আদেশ পাইবামাত্র, মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত

হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্বলাকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অশোক বনে চলিলেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ সীতাকে প্রবোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি তোমায় নানারূপ সান্ত্বনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তর অভাবে আমার ভার্য্যা হও। তুমি রামের প্রতি আশক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে? অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধীশ্বরী হইয়া থাক।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে যুদ্ধে ধূম্রাক্ষ প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি সমরে নিহত হইল, তৎপরে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। তৎপরে রাবণের সহিত রামের মহাযুদ্ধ হইল এবং রাম রাবণকে যুদ্ধে বধ করিলেন, পরিশেষে সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা। সীতা অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ চারিণী সপ্রমাণ করিলে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন, রাম বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, অনুচরবর্গ ও সৈন্যগণসহ অযোধ্যায় গমন করিলেন, পরে রাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসিলেন।

অনন্তর উদার স্বভাব নিঃশত্রু ধর্ম্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎসে! মনু প্রভৃতি পূর্ব্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও, এবং পূর্ব্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার বহন কর। লক্ষ্মণ রামের এইরূপ অনুনয়ও নিয়োগ বাকে কিছুতেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ভাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রামের রাজ্য-কালে সমস্ত জনপদ দস্যু ভয় শূন্য ছিল এবং কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। রামের প্রতি স্নেহ বশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোক সকল বহুপুত্রে পরিবৃত্ত ছিল সকলেই নীরোগ ও নিঃশোক, বৃক্ষে ফল মূল ও পুষ্প জন্মিত। পর্জ্জন্য-দেব প্রচুর পরিমাণে জলবর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র সুখ স্পর্শ ছিল, সকলে স্বকর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিবে। স্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিল এবং কেহই মিথ্যা কহিত না।

উত্তরাকাণ্ড

রাম রাজ্য অধিকার করিলে মুণিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক ও কণ্ব প্রভৃতি পূর্ব্বদিক হইতে ভগবান অগস্ত্য ও অত্রি প্রভৃতি দক্ষিণদিক হইতে, ভগবান কৌশেয় প্রভৃতি পশ্চিমদিক হইতে, এবং ভগবান বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জামদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষি-গণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। প্রাতঃসূর্য্যকান্তি ঋষিগণ, রাজসভায় প্রবেশ করিয়া মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজন্! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের পরমভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে আজ আমরা জনকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি এবং হিতকারী লক্ষ্মণও মাতৃগণের সহিত তোমায় সুখী দেখিতেছি। অতএব আমরা তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। ঋষিগণ এই-রূপ নানারূপ বাক্যালাপ করিয়া বিদায় লইলেন।

অনন্তর একদা মহারাজ রাম মধ্যকক্ষায় উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন এবং নানাকথার প্রসঙ্গ পূর্ব্বক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন ভদ্র! এখন নগরে

কি কি গল্পনা হইয়া থাকে ? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে ? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না ? সকলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের কথা কি বলে ? এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয় ? দেখ, রাজার কথা লইয়া, কি বন, কি নগরে সর্ব্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে। ভদ্র কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, মহারাজ ! পুরবাসীরা আপনার কোন প্রসঙ্গ উত্থিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গীন ভাল বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণ বধ জনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র ! পুরবাসীরা ভালমন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে, তুমি যথার্থ্যতঃ তাহাই বল। শুনিয়া ভালটা অনুষ্ঠান করিব, এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব, তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্ত চিত্তে অশঙ্কোচেই সমস্ত বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! পুরবাসীরা বনে উপবনে এবং পথে ঘাটে ভালমন্দ যে সমস্ত কথা বলে, কহিতেছি শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে, মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছেন, এই কার্য্য অতি দুষ্কর, আমরাঁ কখন শুনি নাই যে, পূর্ব্বরাজগণ এবং দেব-দানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জ্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছিল, তিনি রাবণ বধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন ঈর্ষাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুরীর গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হৃদয়ে সীতা-সম্ভোগ সুখ কিরূপ প্রবল ! রাবণ

সীতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূতা ছিলেন, জানি না, রাম কেন তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে, গ্রাম, নগর সর্ব্বত্রই সকলে এইরূপ কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন এবং সুহৃদগণকে কহিলেন, তোমরা বল, এই কথা সত্য কি না? তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র যাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে। অনন্তর রাম সুহৃদগণকে বিসর্জ্জন করিয়া, বুদ্ধিবলে কার্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক সম্মুখে আসীন দৌবারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর।

পরে শুক্লাম্বরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় ও শোভাহীন পদ্মের ন্যায় মলিন এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদ্দর্শনে উঁহারা বিষণ্ণ হইয়া সত্বর তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাম সজলনয়নে উঁহাদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এইমাত্র; বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রগণের অনুরূপ কার্য্য কর এবং তোমরা

বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি যাহা কহিব, তোমরা সকলেই তাহা অনুসরণ কর। পুরবাসীগণের মধ্যে সীতাসংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে, তাহা তোমরা শুন। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মর্ম্মে যারপর নাই আঘাত পাইয়াছি। দেখ মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। আমার অন্তরাত্মা জানে জানকী সচ্চরিত্রা কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শ্রবণে আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। অতএব ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতেই সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ, তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। পূর্ব্বে সীতা আমায় কহিয়াছিলেন, "আমি গঙ্গার তীরে আশ্রম সকল দেখিব," এখন তাহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে, দীনমনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব সকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি রাজার আদেশ ও অনুজ্ঞাক্রমে সৎকর্ম্মশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব, অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুখ শয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধ বাক্যে সম্মত

হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমায় আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব। সীতা প্রস্থানের উপক্রম করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুণিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

সেদিন সীতা ও লক্ষ্মণ গোমতী তীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধ দিবসের পথ অতিক্রম করিলে পর গঙ্গা দৃষ্টিগোচর হইল। লক্ষ্মণ গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র দুঃখিত মনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহাকে কাতর দেখিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ! হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় শোকাকুল হই নাই। তুমি আমাকে গঙ্গা পার কর। এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দাও। আমি তাহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক

রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক অযোধ্যায় যাইব। দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ কৃশোদর পদ্মপলাশ-লোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে। অনন্তর লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন, নাবিকেরা নৌকা প্রস্তুত করিল।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদোপনীত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন, পরে সুমন্ত্রকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুল মনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন, এবং সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আর্য্য ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমায় নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়ঃ। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি আমায় খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি, প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় খুলিয়া বল।

লক্ষ্মণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দীনমনে অধবদনে কহিলেন দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভামধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তুমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে রাজার আদেশে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন, যশস্বী বাল্মীকি আমার পিতা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণ ছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর। তুমি পতিব্রত অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক একাগ্রমনে কালযাপন কর।

জনক নন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া দুঃখিত মনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলধারাকুললোচনে দীন বদনে কহিতে লাগিলেন লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চই দুঃখ ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে আমি পতি পার্শ্ব-বর্ত্তিনী থাকিয়াই নানাদেশ সকল ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব? দুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকট দুঃখের সমস্ত কথা বলিব? মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, মহাত্মা রাম কিজন্য তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই বা কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব? লক্ষ্মণ! আমি

আজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম, যদি না আমার গর্ভে রামের রাজবংশধর বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর। এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর, বৎস। তুমি আমার হইয়া শ্বশ্রূগণের চরণে নির্বিশেষ প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিও, আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায়, তজ্জন্য আমি কিছু মাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে, যাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ। এই কথা তুমি মহারাজকে কহিবে।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে গঙ্গার আর পারে গিয়া শোক দুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ন্যায় ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল।

ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া, ঐ বনমধ্যে দুঃখভরে মুক্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনি কুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন ভগবন্। কোন একটি স্ত্রীলোক শোক মোহে কাতর হইয়া বিকৃতা নয়নে আর্ত্তনাদ করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুরূপা। তিনি কোন মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং বুদ্ধিবলে কার্য্য নির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয় পত্নী জানকী অনাথার ন্যায় আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বাল্মীকি মধুর বাক্যে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে। তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয় মহিষী ও রাজর্ষি জনকের কন্যা, আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা, তাহাও আমি জানি, এক্ষণে তুমি আশ্বস্তা হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে, আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপানুষ্ঠান করে। তাঁহারা নিয়ত কন্যাস্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বগৃহের ন্যায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ্ণা হইও না। জানকী মহর্ষি বাল্মীকির এই আশ্বাসকর

কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রমে থাকিব।

অনন্তর বাল্মীকি আশ্রমাভিমুখে চলিলেন, জানকীও কৃতাঞ্জলি হইয়া উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! বলুন, আপনার সহিত ইনি কে আসিতেছেন? বাল্মীকি কহিলেন, তাপসীগণ! ইনি ধীমান রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। ইনি নিষ্পাপ, কিন্তু রাম ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইহাঁকে বিশেষ স্নেহে সর্ব্বদাই দেখিবে, এই বলিয়া বাল্মীকি মুনিপত্নীদিগের হস্তে পুনঃপুনঃ জানকীকে অর্পণপূর্ব্বক শিষ্যগণের আশ্রমপদে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

জানকী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে কুশীলব দুই পুত্র প্রসব করিয়া তাহাদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের সংকল্প করিলেন। অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মণ ঋত্বিকগণের সহিত উহার রক্ষাবিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নিমিষক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিল। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকেও দীনহীন

ও মলিন দৃষ্ট হইল না, সকলেই হৃষ্টপুষ্ট। যে সুবর্ণের প্রার্থী, সে সুবর্ণ পাইল; যে ধনের প্রার্থী, সে ধন পাইল। যে রত্নের প্রার্থী, সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তর দীয়মান ধনরত্ন ও বস্ত্রের পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন। সেইস্থানে একটী কুটীর আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশী লবকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্রে, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজদ্বার, যজ্ঞস্থান এবং বিশেষতঃ যজ্ঞ দীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ বাক্য গান কর। এই কুটীর এই সমস্ত পর্ব্বত জাত সুস্বাদু ফলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র গান করিয়া বেড়াও। যদি রাজা রাম গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও। আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি, তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোক বহুল বিংশতি সর্গ মাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অল্পমাত্র লুব্ধ হইও না; যাহাদের আশ্রমে ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র? তখন বলিও আমরা বাল্মীকির শিষ্য। এই তোমাদের সুমধুর বীণা, বীণাযন্ত্রে এই সমস্ত

ষড়জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান, তোমরা মূর্চ্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদিকাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। উদার হৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে এই-আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কুশী লবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশী লব কৃতস্নান হইয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই অপূর্ব্ব পূর্ব্ব-রচিত গীতি শ্রবণ করিয়া যারপর নাই কৌতুহলাবিষ্ট হইলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয়া গান আরম্ভ করিলেন। গীত অলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুনি ও রাজগণ অতি-শয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুর্মুহু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষুদ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে সকলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ এই দুই মুনিবালক সর্ব্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্য্য বিম্ব হইতে দ্বিতীয় সূর্য্য বিম্ব উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইহারা জটাবল্ক ধারী না হইত, তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাদের ইতর বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনি বালকেরা পূর্ব্ব সর্গনারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া

বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন, ভ্রাতৃ বৎসল রাম অপরাহ্নে এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র নিষ্ক এবং আরও যাহা ইহাদিগের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান করিয়া লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র উহাদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে? আমরা বনবাসী, বন্য ফল মূলে দিনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে।

ঋষিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের রচয়িতা, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিবংশ সহস্র এবং উপাখ্যান এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ, ছয় কাণ্ড, এবং উত্তরকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন, আপনার জীবনকালের যাহা কিছু শুভাশুভ ঘটনা। ইহাতে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ করুন, তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সম্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণের সহিত এই গীতমাধুর্য্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া ধর্ম্মশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত জানিতে পারিয়া দূতগণকে

সভামধ্যে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন তোমরা ভগবান বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্ত কহিল, তখন মহর্ষি বাল্মীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন।

রাত্রি প্রভাত হইল, রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ বামদেব, তাপস কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, ভার্গব, বামন দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত ও গৌতম এই সমস্ত এবং অন্যান্য ঋষিরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিগ্‌দিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্ব্বতবৎ নিশ্চল হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষি বাল্মীকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জানকী রামের হৃদয়ে অনুধ্যানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল। সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি জানকীকে লইয়া এই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন! এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মাচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই জমজ কুশী-লব জানকীর গর্ভজাত, ইহারা তোমার ঔরসজাত পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অনু-মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তবে যেন আমায় সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়-মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী পাপিষ্ঠা হন, তবে সেই পাপ করিবার ফল আমায় যেন ভোগ করিতে হয়। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধ-স্বভাবা, তুমি ইহাঁকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

রাম বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,

ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন, তাহাই হউক। পূর্ব্বে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু লোকাপবাদ বড়ই প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপা জানিলেও কেবল লোকাপবাদ ভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, ইহা আমি জানি। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

সীতার এই শপথ প্রসঙ্গে সুরগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণও সাধ্যগণ এবং নাগ সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন। রাম ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে; ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী। এক্ষণে ইহাঁর প্রতি আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।

এই অবসরে কষায় বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঋষি ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভূলোক ও দ্যুলোক, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জীব হৃষ্ট মনে কোলাহল করিতে লাগিল। মাতা পৃথিবীর গর্ভে সীতার প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল।

[সমাপ্ত।]